**বিষয়বস্তুঃ** ৭টি বিষয় আসার পূর্বে সৎকাজ করতে হবেঃ

# সফর মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৭ সফর ১৪৪৫ হিজরী, ২৫ শে আগস্ট ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৮

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ সফর মাসের ৭ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমরা এমন ৭টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যে বিষয়গুলির সম্মুখীন হওয়ার আগেই আমাদেরকে সৎকাজ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার ইবাদত তথা সৎকাজ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা সৎকাজ করার ব্যাপারে গড়িমসি করে থাকি। তাই কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় মানুষকে সৎকাজে বিলম্ব না করে সৎকাজে জলদি করতে আদেশ করা হয়েছে।

সূরা আল ইমরানের ১৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

“তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হও। আর সেই জান্নাতের দিকে দৌড়াও যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন সমতুল্য। যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”

এ আয়াতে তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়ঃ (১) মানুষকে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমার অর্থ হল সৎকাজ, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে আমাদের যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ করা যায়। আয়াতের অর্থ, তোমরা সৎকাজে বিলম্ব ও টাল বাহানা না করে সেদিকে এগিয়ে চলো। সময় সুযোগকে কাজে লাগাও। আগামীতে সৎকাজ করব, ভাল হয়ে চলব, এটা শয়তানের ধোঁকা। শয়তান এভাবে মানুষকে সৎকাজ থেকে বিরত রাখে। (২) আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাতের বিস্তৃতি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সমান।

মনে রাখবেন, মানুষের দৃষ্টি ও কল্পনাতে নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের থেকে বেশি প্রশস্ত কোন বস্তু নেই। তাই বোঝাবার জন্যে জান্নাতের প্রশস্ততাকে আসমান ও যমীন তথা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের

সাথে তুলনা করা হয়েছে। (৩) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, “জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।” এ দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সৃষ্টি করা হয়ে গেছে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর আছে। আবূ নুআঈম আসবাহানী লিখিত ‘সিফাতুল জান্নাত’ কিতাবের ১৩৫ নম্বর হাদীসে বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেনঃ আমি ইবনে আব্বাস (রযি) গিজ্ঞেস করেছিলাম, জান্নাত কোথায় আছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাত আসমানের উপর।

ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজ করার যে সময়-সুযোগ দিয়েছেন, কোন রকম অলসতা না করে সময়কে কাজে লাগানো দরকার। কেননা, বিভিন্ন রকম আপদ-বিপদ ও সমস্যা আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে। তা যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে গ্রাস করতে পারে।

৭ টি বিষয় আগমনের পূর্বে সৎকাজ করতে হবেঃ

সুনানে তিরমিযীর ২৩০৬ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সাতটি বিষয় আগমনের পূর্বে সৎকাজে অগ্রগামী হও। (১) তোমরা কি এমন দারিদ্রের প্রতিক্ষায় আছ যা (আল্লাহকে) ভুলিয়ে দেয়। (২) অথবা এমন অর্থশালী হওয়ার যা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করে। (৩) অথবা (স্বাস্থ্য) নষ্টকারী অসুস্থতার। (৪) এমন বার্ধক্যের যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। (৫) অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎ উপস্থিত হয়। (৬) অথবা অপেক্ষা করা হচ্ছে দাজ্জালের; আর এটা কতই না অদৃশ্য অমংগলের প্রতীক্ষা। (৭) অথবা অপেক্ষা করা হচ্ছে কিয়ামতের। আর কিয়ামত তো খুবই ভয়াবহ ও তিক্ত।

সুধীবৃন্দ ! এ হাদীসে নবীজি যে ৭ টি বিষয়ের কথা বর্ণনা করছেন, মানুষ এসবের মধ্য থেকে কোন না বিষয়ের সম্মুখীন হবেই। প্রথম বিষয় দারিদ্রতাঃ

আজ যে মালদার, অর্থ সম্পদের কোন অভাব নেই, স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে, জরুরী নয় যে সারা জীবন এমন থাকবে। হতে পারে আগামীতে সে এমন অভাবগ্রস্থ হয়ে যাবে, যার ফলে সে ইবাদত - উপাসনার কথা ভুলে যাবে। সুতরাং, যাকে আল্লাহ তায়ালা স্বচ্ছল

জীবন দান করেছেন, তার কর্তব্য হল, আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে যথা সাধ্য দান-সাদাকাহ্ ও অন্যান্য সৎকাজ করা।

দ্বিতীয় বিষয় মালদারীঃ এমনও হতে পারে, আজ অবস্থা ঠিক আছে, কিন্তু আগামীতে এমন সম্পদের মালিক হবে যা মানুষকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত করে দেবে। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, বেশি সম্পদ হওয়ার কারণে মানুষ অহংকার করে ও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়।এ সম্পদ একদিন তার হাতছাড়া হবে সে কথা ভুলে যায়।

তৃতীয় বিষয় অসুস্থতাঃ আজ শরীর সুস্থ ও সবল আছে, শরীরে ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলে যে কোন সৎকাজ করা যাবে। তবুও যদি নেক কাজে গড়িমসি করা হয়, অমুক নেক কাজ কাল থেকে করব, পরশু করব, এভাবে গড়িমসি করতে করতে কোন অসুস্থতা এসে পড়বে, তখন ইচ্ছা থাকলেও নেক কাজ করার কোন উপায় থাকবে না।

চতুর্থ বিষয় বার্ধক্যঃ নবীজি উম্মতকে সবধান করে জানিয়েছেন, তোমরা কি এই ভেবে নেক কাজে বিলম্ব করছ যে, এখনও তো যুবক আছি, বয়স বেশি হয় নি। সুতরাং নেক কাজে জলদি করার কি প্রয়োজন আছে? এখন মনের আশা-আকাঙ্খা, কামনা বাসনা পূরণের সময়।আর একটু বয়স বেশি হলে সৎকাজ করব, তওবা করব। এটা শয়তানী ধোঁকা। কেননা, আগামীতে আসছে বার্ধক্য। যা শরীরকে দুর্বল করে দেবে। যার ফলে নেক কাজ করার শক্তি থাকবে না। নেক

কাজ করতে চাইলে অনুতাপ ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।সুতরাং বার্ধক্য আসার আগেই অনন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। পঞ্চম বিষয় মৃত্যুঃ আজ জীবন আছে। তোমাদের মনে রাখতে হবে, এ জীবন অস্থ্যী।যিনি জীবন দিয়েছেন তিনিই জীবন নিয়ে নেবেন।কিন্তু কবে নেবেন তা কেউ বলতে পারে না। মৃত্যুর জন্য কোন বয়স নির্ধারিত নেই। সন্তান যেমন তার বাপকে কাঁধে নিয়ে দাফন করে থাকে, অনুরূপ ভাবে এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যায় যে, পিতা তার স্নেহের সন্তানকে কবরস্থ করছে।রোগগ্রস্থ বা বৃদ্ধ ব্যক্তি বছরের পর বছর বিছানায় দিন কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। মৃত্যু আসছে না। আবার সুস্থ সবল যুবক কবরে যাত্রা করছে। মোট কথা নবীজি উম্মতকে মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, তা হঠাৎ চলে আসবে ও সবকিছু শেষ কর দেবে।সুতরাং জীবিত থাকা অবস্থায় জীবনের কদর করতে হবে।

ষষ্ট বিষয় দাজ্জালের ফিতনাঃ অর্থাৎ, তোমরা কি নেক কাজে বিলম্ব করে দাজ্জালের অপেক্ষা করছো? মনে রাখবে, ভবিষ্যতে যত ফিতনা সংঘটিত হবে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর হবে দাজ্জালের ফিতনা। যখন সেই ফিতনা আসবে, তখন তোমরা খুবই পেরেশানিতে পড়বে। তখন নেক কাজ করা মুশকিল হয়ে যাবে।স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

সপ্তম বিষয়ঃ কিয়ামত। মানুষ কি নেক কাজে এ জন্য বিলম্ব করছে যে, যখন কিয়ামত আসবে তখন নেক কাজ করবে। কিয়মত তো বড় ভয়ানক বিষয়। তখন আমলের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর সেই সময়ের অনুতাপ- অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না।

মোটকথা, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উম্মতকে এ ব্যাপারে সচেতন করেছেন যে, জীবনের যতগুলো মুহূর্ত আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দান করেছেন, তার প্রতিটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান। একে খুব ভেবে চিন্তে ব্যয় করতে হবে। নফস ও শয়তানের মুকাবেলা করে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করতে হবে। নিজের পরকালের কথা স্মরণ করে বর্তমান জীবনটি সঠিক ভাবে কাটাতে হবে।

ঈমানদার ভাই সকল ! একটি কথা মনে রাখবেন, দুনিয়া থেকে পরকালের পাথেয় বা চিরস্থায়ী আয়েশ আরামের জিনিস হাসিল করা খুবই সহজ। দুনিয়ার বাজারে আখেরতের সাজ সরঞ্জাম, সুখ-শান্তির যাবতীয় জিনিস খুবই সস্তা। দুনিয়ার বাজার বন্ধ হলে আখেরতের জিনিস হবে খুবই মূল্যবান। আর তখন তা কেউ সংগ্রহ করতে পারবে না। অতএব সময় সুযোগ থাকা সত্বেও যে নেক কাজে টাল বাহানা করে তার চেয়ে অধিক নির্বোধ আর কে হতে পারে ?

এখন আমরা সৎকাজে উদ্বুদ্ধকারী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা জেনে রাখিঃ

ইন্তাকিয়া শহরের একটি উঁচু স্থানে সাদাকা ইবনে মিরদাস নামে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি তিনি তিনটি কবর দেখতে পান। প্রত্যেকটি কবরের পাশে পাথরে কবিতা লেখা ছিল। একটি কবরে লেখাছিল, যে ব্যাক্তি এ কথা জানে যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে, সে কিভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহর বান্দাদের উপর সে যে যুলুম করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার শাস্তি দেবেন এবং সৎকাজের বিনিময়ে পুরস্কার দেবেন।

দ্বিতীয় কবরে লেখাছিল, সে লোক কিভাবে ভোগবিলাসী জীবন যাপন করতে পারে, যে এ বিশ্বাস রাখে যে, যে কোন সময় তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। মৃত্যু তার মান-মর্যাদা, যশ খ্যাতি ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে এবং তাকে খালি হাতে অন্ধকার কবরে রেখে আসা হবে।

তৃতীয় কবরে লেখাছিল, সেই ব্যাক্তি কিভাবে আয়েস আরামের সাথে জীবন যাপন করতে পারে, যে এমন কবরের পথিক যেখানে চেহারাকে বিকৃত করে দেয় এবং দেহের অঙ্গ-পত্যংগ, হাড় হাড্ডি পঁচে গলে যাবে।

তিনটি কবরই এক লাইনে উটের পিঠের মত উঁচু ছিল। বুযুর্গ লোকটি কবরের গায়ের এসব উপদেশবাণী পড়ে খুবই বিস্মিত হন এবং সেই এলাকার এক বৃদ্ধ লোকের কাছে গিয়ে বলেন, আমি অমুক স্থানে তিনটি কবর দেখেছি। যার গায়ে খুবই উপদেশ মূলক কথা লেখা আছে। বৃদ্ধ লোকটি তাকে বলেন, আপনি কবরের গায়ের লেখা দেখে

বিস্মিত হয়েছেন। আপনি যদি সেই কবরবাসীদের ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, তবে আরও অবাক হবেন। এরপর লোকটি বলেনঃ ওই কবরবাসীরা তিন ভাই ছিলেন। এক ভাই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। একটি শহরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উপর ছিল। আর এক ভাই ছিলেন মালদার ব্যাবসায়ী। আর তৃতীয়জন ছিলেন আবিদ অর্থাৎ ইবাদতকারী।

আবিদ ভায়ের যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আর দুই ভাই তার কাছে এসে কোন অসিয়ত করার আবেদন করে। মুমূর্ষ ভাই বলেনঃ আমার কোন ধন-সম্পদ নেই যে, আমি তার অসিয়ত করব। তখন তার দুই ভাই বলেন, আমাদের সব ধন-সম্পদ আপনার কাছে পেশ করছি, আপনি যা ইচ্ছা অসিয়ত করুন। মৃত্যুপথযাত্রী ভাই তখন অপর দু'ভাইকে বলেনঃ তোমাদের ধন-সম্পদের আমার প্রয়োজন নেই। তবে তোমাদের কাছে আমার একটি আবেদন এই যে, আমি মারা গেলে আমাকে গোসল দেবে, কাফন পরিয়ে একটি উঁচু জায়গায় আমাকে দাফন করবে আর কবরের গায়ে লিখে দেবে।

"যে ব্যাক্তি এ কথা জানে যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে সে কিভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহর বান্দাদের উপর সে যে যুলুম করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার শাস্তি দেবেন এবং সৎকাজের বিনিময়ে পুরস্কার দেবেন।" এরপর তিন দিন আমার কবর যিরারত করবে, আশা করি এতে তোমাদের উপদেশ লাভ হবে। অতঃপর তিনি মারা যান। অপর দু'ভাই অসিয়ত

মুতাবিক তার কবরের পাশে একটি পাথরে উপদেশপূর্ণ কবিতাটি লিখেদেন এবং প্রতিদিন তার কবর জিয়ারত করতেন এবং কবিতাটি পড়তেন ও কাঁদতেন। তৃতীয় দিন যখন জিয়ারত শেষে ফিরে যেতে উদ্যত হন, তখন কবর থেকে ভয়াবহ এক বিকট আওয়াজ শুনতে পান।

রাতের বেলায় সরকারী পদস্থ ভাই তার মৃত ভাইকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ভাইজান ! আপনার কবর থেকে আমি যে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম তা কিসের আওয়াজ ছিল? তিনি বলেনঃ ওটা ছিল হাতুড়ি মারার আওয়াজ। আমাকে এই বলে হাতুড়ি মারা হয় যে, এক মযলুম ব্যক্তি তোমার কাছে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিল কিন্তু তুমি তার সাহায্য করনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তার স্বপ্নের কথা লোকদেরকে জানান এবং বলেন যে, আমার ভাই আমাকে তার কবরের কাছে যে উপদেশবাণী লিখতে বলেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আখেরতের ব্যাপারে সতর্ক করা। আমি আপনাদের সাক্ষী রেখে বলছিঃ আগামী কাল থেকে আমি আপনাদের মাঝে থাকব না। পরদিন সত্যই তিনি সরকারী বাড়ি ছেড়ে এক নির্জন স্থানে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হন। এ অবস্থায় তার মৃত্যুর সময় আসে। তার মুমূর্ষ অবস্থার কথা জানতে পেরে তার ব্যবসায়ী ভাই তার কাছে হাজির হন এবং তাকে শেষ অসিয়ত করতে অনুরোধ করেন। মুমূর্ষ ভাই তখন বলেন, আমার আর কোন ধন-সম্পদ নেই যে, আমি তার অসিয়ত করব।

তবে আমাকে একটি ওয়াদা দাও যে, আমি মারা গেলে তুমি আমাকে আমার মৃত ভায়ের পাশে কবর দিবে এবং আমার কবরের গায়ে লিখে দেবেন- সে লোক কিভাবে ভোগবিলাসী জীবন যাপন করতে পারে, যে এ বিশ্বাস রাখে যে, যে কোন সময় তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। মৃত্যু তার মান-মর্যাদা, যশ খ্যাতি ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে এবং তাকে খালি হাতে অন্ধকার কবরে রেখে আসা হবে।

এর পর তিনদিন যাবত আমার কবরের কাছে এসে আমার মাগফিরতের জন্য দুআ করবেন। একথা বলে তিনি মারা গেলে অসিয়ত মত তার সেই ভাই সকল কাজ সমাধা করেন ও তার কবর যিয়ারত করে খুব কাঁদেন। তৃতীয় দিন তিনি তার ভাইকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি বলেন আল্লাহ আমাকে ভাল রেখেছেন।আমার তওবা কবুল করেছেন। যে ভাল কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। স্বপ্ন দেখার পর থেকে লোকটির জীবনের গতি বদলে যায়। সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। যখন তার মৃত্যুর সময় আসে, তার সন্তানরা তার কাছে অসিয়ত করার আবেদন করে। তিনি তাদের অসিয়ত করে বলেনঃ আমি মারা গেলে আমাকে তোমার চাচাদের পাশে কবর দেবে এবং আমার কবরের গায়ে লিখে দেবে- সেই ব্যাক্তি কিভাবে আয়েস আরামের সাথে জীবন যাপন করতে পারে, যে এমন কবরের পথিক যেখানে চেহারাকে বিকৃত করে দেয় এবং দেহের অঙ্গ-

পত্যংগ, হাড় হাড্ডি পঁচে গলে যাবে। আর তিনদিন আমার কবরের কাছে এসে আমার জন্য দুআ করবে।

সন্তানদের পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য তিনি এ অসিয়ত করেছিলেন। এ ঘটনাটি ইবনে আসাকির (রহ) এর লিখিত ‘তারীখে দিমাশকে’র ২৪ খণ্ডের ৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদেরকে সৎকাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
( শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা )
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল